স্তব্ধতার মিনার

কোন পাখি ধরা দিতে চায়
চূড়ান্ত নিস্তব্ধতায় নীল নীলাকারে
থাকে চিলেকোঠা মিনারের সিঁড়ি শেষে
বায়ুভাস পালক বিচ্ছিন্ন মৃতদেহের সত্ত্বা
দেহছাড়া আকাশের অবস্তু নীলের মর্ম সে যখন বুঝেছে
হীনতার সমস্ত শব্দমায়া ছেড়ে সেই চূড়ান্ত তখন শব্দহীন

পার্সিদের কলকাতা ভাবা যায়। মুম্বই। জামশেদপুর। বা আমেদাবাদ।
অন্য আরো কিছু শহর। তার টাওয়ার অফ সাইলেন্স। বিভাজক ভূমিকায় সূর্য
আমরা বিশ্বাস করি ভাঙবে মরদেহের সকল মৌল। শান্তির চূড়ান্ত
ঝকঝকে নিস্তব্ধ এখন।

এক শব্দহীনতা যা পাখিদের কল্যানে
অথচ আজ সেই আকাশবন্ধু শকুন্ত নেই
পড়ে থাকা বায়োডিগ্রেডেবেল পড়ে থাকা পচনশীল
পরিত্যক্ত কুঠি ভাগ্যের পরিহাস গড়ে
নাকি অর্থনীতির বল্লমে নিষ্ঠুর
যে মনে সাড়া নেই নেই পাড়ার ফেরিওলা শব্দহীনের সেও

লক্ষ্য করবেন শকুনের চোখে পলক পড়ে না। লক্ষ্য করবেন অধিকাংশ সংস্কৃতিতে শকুন
এক উচ্ছিষ্ট। খুঁটেখাকি। নারকীয় ঘৃণ্য। আমাদের তবু সে ধর্মপাখি। মরণ-পুরুত।
ছিঁড়ে খুঁড়ে মুক্ত করো বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, অন্তেষ্টির বহু বাকি এখনি মিলায়ে যেও না।

হতেই হবে অথচ ব'লে এই মেনে নেওয়া
পাইয়ের মান বলে
৩.১৪১৫৯২৬৫৩৫৮৯৭৯৩২৩৮৪৬...
তবু
বৃত্তের ক্ষেত্রফল মেপে ফেলে সকলেই
মনে করে সঠিক মেপেছে
সমাজকে তিনভাগ করে
পৃথিবীর ছোটো কোরে শিশুরা মানানসই
ম্যান্টলে ভিড় ক'রে আসে তাহাদের মাতৃকা
গভীরতা অভাবী পুরুষ ভেসে থাকে ওপর খোলসে
এসবই অবশ্য মড়াদের কথা হলো

গাছের গুঁড়ির সমকেন্দ্রিক বৃত্ত দিয়ে ভাবা যেত। বদলে পৃথিবীর অভ্যন্তর এলো। তার তিনস্তর।
যে তিনস্তরে পার্সিরা স্তব্ধতার মিনারের মাথায় সাজিয়ে দেয় মড়া। সবচেয়ে ভেতরের বৃত্তে শিশুরা
যাদের মড়াসংখ্যা কম। এক যদিনা মড়ক লেগেছে। পরের অ্যানুলার ক্ষেত্রে জুড়ে মৃতা মহিলারা।
বাইরের বৃহত্তর অ্যানুলাস ভরে দেন পুরুষেরা। বৃত্তের তিনক্ষেত্রের অনুপাত তবে সমাজের ডেমোগ্রাফিক
বাতলায়, না মৃত্যুর হার!

নিস্তব্ধতা আছে আছে সূর্যের নিরন্তর প্রয়াস ও পচনশীলতা
শুধু দেখা নেই শকুন্তের
জঙ্গলের মুদ্দোফরাস এক জংলা প্রাণ যেমন নেকড়ে শেয়াল
শহরের মুদ্দোফরাসেরা পাখি এইসব
সূর্যের ছোঁ-মারা আত্মা অবিনশ্বর খুলে আসেনা জাগতিক
বর্ষাতি বর্ষাতি ঘেরা যতক্ষণ না শকুন্ত ছিঁড়ে খুঁড়ে আলগা দেয়

মরা মানুষ ‘নসু’। অচ্ছুত অপবিত্র কলুষ। এই যে টানাহ্যাঁচড়ার সামান্য শুদ্ধ জমি, বায়ু ও জল। তার তরেই মরণের পরে তুমি অচ্ছুত হলে। আর সকলেই মাটিতে মিশুক। কেবল আমরা যেন পরম মরা নাঙ্গা চরম লজ্জাতেও মাটিতে না মিশি। জমি, বায়ু, জল সব সীমিত সম্পদ। অতয়েব গোর দাও অসম্পদে নীলমণি আকাশে অবদ্ধ বিমূর্ত সংজ্ঞার নলিতে নলিতে পুরে দাও আমাদের মৃত অবস্থার সকল ঘুণাক্ষর। মাইরি, নো সারকাজম।

অবলুপ্ত কারণ বিকল কাজের নাম নিয়ে ব’সে
অবলুপ্ত কাজ কারণকে ঝুলিয়ে দিয়েছে
দশজনের পরিচিতি আচারই গড়ে দেয় এমন বলা হচ্ছে
দাগহীন আকাশে শিল্পের ভালোকাজ নেই

গঙ্গার পাড়ে সার দেওয়া হাড়গিলে একদিন মিলিয়ে গিয়েছিলো
শকুনের অভাব সেই দৃশ্য ফেরায় কিনা
চেনা জমাদারটাকে আজও চিনতে পারি কিনা
শহরের পথঘাটও কতঘর তালা দিয়ে কত গাছ বিজ্ঞাপনে ঢেকে
নদীতে চাবি ফেলে

অতিরিক্ত হিঁদু ভারত গরু খায় না। ফলতঃ অধিকতর পৃথিবীর তুলনায় গাভী গড়পড়তা সেদেশে দীর্ঘায়ু। বুড়ো মানুষেরই কতো ফ্যাচাঙ আর এতো গরু। গাঁট ফোলে গা ফোলে। ব্যাথায় বেচারি অবলা নারী। তাই ডিক্লোফেন্যাক এসেছে। স্টেরয়ডহীন স্ফিতিহরক। নিরাপদ ওষধি। এমনকি মানুষের শরীরেও। শুধু মাংসভূক শকুন্তের বৃক্ক তারা ব্যর্থ করে বন্ধ হয় সহসা। কোনো ইঙ্গিত ছাড়াই। ভাগাড়ের আশেপাশে পড়ে রয়েছে মরণ- পুরুত।

স্বার্থের দুধ আমাদের গাভী আমাদের প্রাণ আমাদের প্রাণী
ডিক্লোফিন্যাক আমাদের বিজ্ঞানপ্রবণতা
স্ফিতিবিরোধক নাটকের ভেতর থেকে আবেগের অতিনাশ
করা এক কাজ গরুর গ্রন্থি থেকে
গঠনের অনেক ভেতরে একটা মারণকীটের মেজাজ যে রাখতে হয়
সকলেই বোঝেন ভাগাড়ে নেমেই কেলিয়ে পড়ে শকুন্ত
সারি সারি রাশি রাশি মড়া শব্দে যে সাহিত্যস্তব্ধতা
এবং তার কার্যকারণ না বোঝার ভান ক’রে এই যে
চোখের ওপর হাতের আলোঢাকনা রেখে তাকিয়ে দেখা যাবতীয় উচ্চতা
মিনার কেন স্তব্ধতা চায়
পচনশীল সৃষ্টির আশেপাশে গ্রাহক নেই যখন শকুন্ত নেই
এসব আপনার না বুঝলেও চলবে

লেখসূত্রঃ ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে সাম্প্রতিককালে শকুনের জনসংখ্যা আচমকা পড়ে যাওয়া ও তার কারণে পার্সি সম্প্রদায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সমস্যা নিয়ে বেশ কয়েকটা রচনার ওপর ভিত্তি করে এই কবিতা। সেখান থেকেই তার শুরু। শেষ নয় অবশ্য।

Before the findings:
Vulture Culture Video Courtesy: JOURNEYMAN PICTURES, 2001
YOUTUBE VIDEO LINK

After the findings:

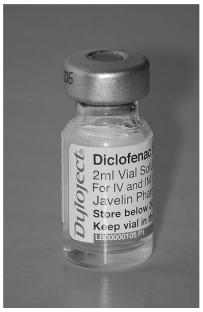

SCIENTIFI

Vulture population decline, Diclofenac and avian gout

Populations of the *Gyps* vultures of southern Asian countries have been declining precipitously during the recent past, especially in the western parts of its distributional range. A linkage between the common non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) 'Diclofenac' and the mortality of these vultures was established recently from Pakistan[1]. However, any conclusive evidence on Diclofenac-poi- is still lacking from the Indian compounded by poisoning, pesticide use and changes in the processing of dead livestock[2-4].

Populations of all the three *Gyps* vultures of the area, namely the white-backed vulture (*Gyps bengalensis*; Figure 2), Indian vulture or long-billed vulture (*Gyps indicus indicus*) and slender-billed vulture (*Gyps indicus tenuiro* lined drastically to belo throughout their di

the
kn
d